স্টোরি টেলিং উইথ শাড়িস

মনিকা দাস

ভেতরে ভেতরে বদলে যাচ্ছে গ্রাম। গ্রামের নারীরা এখন হয়ে উঠেছেন সচেতন, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল। তাদের কাছে শেখার আছে অনেক কিছু। প্রত্যন্ত গ্রামের নারীদের অনুপ্রেরণাদায়ী ভূমিকার কথা জানা গেল যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শিল্পী ও অ্যাক্টিভিস্ট মনিকা জাহান বোসের বরাতে। তার ভাষায় 'কাটাখালির নারীসমাজ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী আর কাজে অদম্য। তাদের কর্মতৎপরতা সত্যিকার অর্থেই উৎসাহব্যাঞ্জক। বাংলাদেশের এই প্রত্যন্ত গ্রামের নারীসমাজের কাছ থেকে আমাদের অনেক শেখার আছে।'

গত ২৬ জানুয়ারি ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরেছেন তিনি। কাটাখালি গ্রামেই তার পিতৃনিবাস। গ্রামটি পটুয়াখালি জেলার বড়ো বাইশদিয়া দ্বীপে। তিনি একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছিলেন। প্রকল্পের নাম ছিল : 'হার ওয়ার্ডস : স্টোরি টেলিং উইথ শাড়িস' অর্থাৎ 'তার কথায় : শাড়ির সঙ্গে গল্প বলা'। প্রকল্পটি শিল্পকলা, শাড়ি ও কাহিনীর সমন্বয়ে কয়েকজন নারীর এক সমবায় সমিতি নিয়ে। মনিকার পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশের এই গ্রামটিতে এসে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশী চলচ্চিত্রকার নন্দিতা আহমদ কিছু ভিডিও ছবি তুলে একটি প্রামাণ্য দলিল বা চলচ্চিত্র তৈরি করেন। তাদের ভাষায় ঐ গ্রামে তাদের সাতটি দিন ছিল রীতিমতো আবিষ্কার, সম্পর্ক রচনার ও উৎসব যাপনের মতো।

এর আগে শেষবার এই গাঁয়ে মনিকা এসেছিলেন ১৯৯৩ সালে। তাঁর দাদী জোহরা বেগমের মৃত্যুর পর। এখন জোহরা বেগমের বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রতিবেশ অনুকূল কর্মসংস্থান প্রকল্প– যার উদ্যোগ নিয়েছে ওয়াশিংটন নিবাসী নারীদের সংগঠন 'সংহতি'। মনিকা জানাচ্ছেন, মাত্র সাত বছর বয়সে তাঁর দাদীর বিয়ে হয়, তিনি কোনোদিন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারেন নি। তবে তিনি তার পাঁচ মেয়ে যাতে স্কুলে যায় সেটা নিশ্চিত করেছিলেন। জোহরা চেয়েছিলেন, গাঁয়ের সকল মেয়ের জীবন আলোকিত হোক। এখন গ্রামের মেয়েরা যা করেছে তিনি দেখতে পেলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হতেন। মনিকার মা নুরজাহান বোস ১৯৮৪ সালে 'সংহতি' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। আর কাটাখালি গ্রামের নারী ক্ষমতায়নের প্রকল্পটির কাজ শুরু হয় ২০০০ সাল নাগাদ। সমবায় সংগঠনটি এখন মনিকার চাচী– মাহমুদা হোসেন লীনার নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বেশিরভাগ সময় সংগঠনের কাজে এই দ্বীপে কাটান।

২০১৩ সালের ১৭ জানুয়ারি মনিকার বংশের তিন প্রজন্ম– মনিকা নিজে, নুরজাহান ও মনিকার দুই কন্যা তুলি ও কলি ঢাকার সদরঘাট থেকে একটা লঞ্চে করে নিজেদের গ্রামের উদ্দেশে রাঙ্গাবালি পৌছান। রাঙ্গাবালি থেকে ট্রলারে করে গ্রামের কাছের নদী তীরে নেমে কাদামাটি ভেঙে কাটাখালি পৌছে গেলেন গোধূলি পেরিয়ে আঁধার নামার ঠিক আগে। সেদিন ছিল ১৮ জানুয়ারি। মনিকা আবর্জনাময় ঢাকার বিপরীতে কাটাখানির বিশুদ্ধ পরিবেশে রীতিমতো পুলকিত। বাড়িতে আসার পথে সমবায় সমিতির সকলে ও গ্রামের সবাই তাদের অভিনন্দন জানায়।

পরের দিন মনিকা সমবায়ের সদস্যদের সাথে আলোচনায় বসে তার প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। লেখা, চারু ও কারুকলা এবং কথায় ইতিহাস বলার মধ্য দিয়ে রচিত হলো ওখানকার মেয়েদের সাক্ষরতা ও তাদের জীবনে আলো ছড়ানোর ইতিহাস। কাটাখালি সমবায় থেকে ১২ জন মেয়েকে বেছে নেওয়া হয় প্রকল্পের জন্য। এরা হাওয়া (২৫), জাকিয়া (৪০), রোকসানা (২৫), নাসিমা (৩৫), খুকু (৩৫), নুর সেহেরা (৩৪), সীমা (২৩), খুকু (৩৫), সালমা (৩০), হাসিনা (৪৫), শাহিদা (৩২) ও জুলেখা (৩৫)। ভাগ্যক্রমে এ নারীরা সিডর ও আইলার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তবে ওদের বাড়িঘর, ফল ও গবাদিপশু সবই রাক্ষুসী আইলা ও সিডর কেড়ে নেয়। সংহতি তাদেরকে বয়স্ক শিক্ষা দিয়ে ও অন্যান্য ক্লাস করিয়ে তাদের জীবন আবার নতুন করে গড়তে শেখায়।

২০ জানুয়ারি ঐ ১২ নারীকে নিয়ে মনিকা লেখার কর্মশালা আয়োজন করেন। তাদের মতো করে লিখতে ও ছবি আঁকতে বলা হয় কলম, পেন্সিল ও রঙের সাহায্যে। কাজটা তারা মনিকার চলে যাওয়ার পরেও করতে থাকবে। তাদেরকে একটা বইও দেওয়া হয়। মনিকা কয়েক মাস পরে তাদের কাজগুলি সংগ্রহ করার ও নতুন লেখার সরঞ্জাম দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। মনিকা এই মেয়েদের সাথে কয়েকবার দেখা করে ব্যক্তিগতভাবে তাদের জীবন ও আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে চেয়েছেন। এসব সভার কাজ ও কথার ভিডিও ও অডিও করা হয়। কাজটি করেন নন্দিতা আহমদ। নন্দিতা তার কাজ সম্পর্কে বলেন, কাটাখালির মেয়েরা ক্যামেরার সামনে লাজ ও জড়তা ছাড়াই সাবলীলভাবে দাঁড়ায়। আর আমি অবাক যে, তারা আদৌ আত্মসচেতন নয়। ভোরে ও সাঁঝবেলায় যখন কর্মশালা চলে না সেই ফাঁকে মনিকা ঐ মেয়েদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে তাদের জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। সে সময় মেয়েরা চা, ডাব, সবচেয়ে ভাল খাবার, টাটকা ডিমের নাশতা দিয়ে আপ্যায়িত করে। প্রত্যেকের বাড়িতে রয়েছে সোলার প্যানেল। সেও এক অবাক কাণ্ড। তিন বছরের কিস্তিতে তারা এই প্যানেল কিনেছে।

শাড়িতে নকশা ছাপার কাজের কর্মশালা শুরু হয় ২১ জানুয়ারি। ২৪টি শাড়ি ছাপার কাজ শেষ করা হয় এই কর্মশালায়। নকশার জন্য কাঠের ব্লক ব্যবহার করা হয়। ছবি আঁকা হয়, কিছু লেখাও ছাপা হয় মনিকার নেতৃত্বে সদস্য নারী ও দুই-এক সহায়তাকারীর সাহায্যে। অন্যান্য ছাপার শাড়ির কাজ করা হয় এবং ঐ কাজে নারী সদস্য ও মনিকার স্বাক্ষর নেওয়া হয়। একসাথে কয়েকটি

শাড়িতে কাজ করার জন্য স্থানীয় একটি গ্রন্থাগার থেকে একটি বড়ো আকারের টেবিল ধার করে আনা হয়। মনিকা তাঁর নিজের সাথে কিছু নিজের তৈরি নকশার কাঠের ব্লকও নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলিও মেয়েদের আঁকা ছবি, লেখা ও কাহিনীর সাথে মিলিয়ে নেওয়া হয়। শাড়িগুলো হয়ে ওঠে অবিশ্বাস্যরকমে সুন্দর। এসব কাজের সাথে কাটাখালির মেয়েদের নিজ নিজ সংসারের কাজ ও বাচ্চাদের যত্ন নেওয়াও চলতে থাকে।

শাড়ির কাজ শেষ হলে শাড়িগুলো মেয়েরা পরলে তাদের গ্রুপ ও আলাদা পোর্ট্রেট ছবি নেওয়া হয়। আর এই ফ্যাশান শো মেয়েরা রীতিমতো উপভোগ করে। শেষ সন্ধ্যাটি কাটে নাচগানের মধ্য দিয়ে। তাদের নৃত্য, লোকগীতি দেখে সকলেই চমৎকৃত হয়। নারীদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। আর মনিকা একটি শাড়ি পরে গ্রামটি ঘুরে বেড়ান। আর ১২টি শাড়ি তিনি ওয়াশিংটনে নিয়ে আসেন প্রদর্শনীর জন্য। মনিকা বহুকাল পর কাটাখালির মেয়েদের মিলিত হয়ে কাজ করতে পেরে তার মনের ভাব উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ মেয়েদের কাছে কতোই না কিছু শেখার আছে। তিনি এও বলেন, আমি কাটাখালির মেয়েদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছি, জেনেছি। জেনেছি, বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ে বেঁচে থাকার জন্য তাদের অসাধারণ সাহসের কথা। তাদের জীবন সহজ, সরল। তাদের ঘরবাড়ি ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাদের হাঁটতে হয় প্রচুর। তারা তাদের শস্য ফলায়, মাছ ধরে। তারা তাদের জীবন সচেতনভাবেই উন্নত করে তুলেছে। তারা তাদের মায়েদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। বেছে নেওয়া ১২ জন নারীর সকলেরই জন্ম বড়ো আকারের পরিবারে। তবে তাদের নিজেদের সন্তানের সংখ্যা দুয়ের বেশি নয়। তারা ছেলে সন্তানের জন্য মরিয়া নয়। এদের অনেকেরই স্কুলে লেখাপড়া করার সৌভাগ্য হয় নি। তবে তারা তাদের ছেলেমেয়ে সবাইকে স্কুলে পড়াচ্ছে। অধিকাংশ নারীই জানিয়েছে, লিখতে ও পড়তে পারাতেই তারা সবচেয়ে বেশি খুশি। তারা আরও পড়তে ও জানতে চায়। তারা সবজি ফলিয়ে তাদের পরিবারের পুষ্টি বাড়াচ্ছে। আয়ও বাড়ছে। মনিকা বললেন, এসব থেকে পাশ্চাত্যের শেখার অনেক কিছুই আছে। তাদের গ্রামে নির্মল পরিবেশ। কোনো দূষণ নেই।

মনিকা লক্ষ্য করেছেন, গ্রামের লোকেরা জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে কিছুই জানে না। আর সাগরের পানিতল ফুলে ফেঁপে উঠলে তাতে কী ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়েও তাদের ধারণা নেই। তবে তারা ঝড়, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস নিয়ে সত্যিই উদ্বিগ্ন। মনিকা এলাকার ভূগোল আরও ভাল করে জানতে তার সন্তানদের নিয়ে ডিঙ্গি নৌকায় দাঁড়চিড়া নদী পার হয়ে কাছেই চরগঙ্গা সফরে যান এবং ট্রলারে করে আরও ২০ মাইল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর সাগরকূলে মৌড়ুবিতে ঝকেঝকে বালুকাবেলা দেখতে যান।

মনিকা আরও জানান, তার দুই মেয়ে কাটাখালি বেড়ানোটা দারুণ উপভোগ করেছে। তারা বাংলা বলা শিখে ওখানেই গ্রামের ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলেছে, বন্ধু জুটিয়েছে। তারা চড়ুইভাতিও উপভোগ করেছে। ওটার আয়োজনে ছিলেন প্রাইমারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নানী কিংবা দাদীরা। তুলি ও কলি দুজনই শাড়ি ছাপার কর্মশালায় অংশ নিয়েছে। দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত ওরা আর গ্রামটা ছাড়তেই চায় না।

'তার কথা' নামের এই প্রকল্পের শুভ মহরৎ হবে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটন ডিসি'র কাছে গেটওয়ে আর্ট সেন্টারের ব্রেন্টউড আর্ট এক্সচেঞ্জ গ্যালারিতে। প্রদর্শনী চলবে ছয় সপ্তাহ ধরে। এ প্রকল্প নিয়ে সেখানে প্যানেল আলোচনা ও কর্মশালা হবে। কর্মশালা ও আলোচনা হবে সাক্ষরতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়েও। ১২ জন নারীকে নিয়ে বই লেখা হবে। আলোকচিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী হবে। মার্কিন সমাজ জানতে পারবে কাটাখালির সাহসী এক জনসমাজের কথা। মনিকা শাড়ি নিয়ে প্রদর্শনী করবেন– যার মূলভাব হবে নারীর স্বাধীনতা। তিনি আশা করেন, বাংলাদেশেও ২০১৪ সাল নাগাদ এই প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হবে।

মনিকা জাহান বোস একজন বাংলাদেশী আমেরিকান শিল্পী ও নারী সক্রিয়তাবাদী। তিনি রেড ডার্ট স্টুডিও-র সদস্য। শিল্পকলা নিয়ে লেখাপড়া করেছেন ওয়েসলিয়ান ইউনিভার্সিটি ও শান্তিনিকেতনে। আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে বাংলাদেশ আসেন নিয়মিত। তিনি সংহতি এবং সাউথ এশিয়ান উমেনস ক্রিয়েটিভ কালেকটিভ, নিউ ইয়র্কের বোর্ড সদস্য। ■